দৈনিক ইনকিলাব

00-012

তারিখ 03 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় জীবনের মাপকাঠি। একটা দেশ কতটুকু উন্নত সেটা পরিমাপের একমাত্র বৈধ প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী, মার্জিত, সভ্য ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে। সার কথা শিক্ষা হচ্ছে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ। যে শিক্ষা মানবতাবোধকে জাগ্রত করতে পারে না; তা শিক্ষা হতে পারে না। জীবন চলার পথে আমরা প্রতি মুহূর্তে শিক্ষা গ্রহণ করছি। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিনে শিখে। অতীতে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত ছিলো না। কিন্তু স্বাধীনতার ষোলটি বছর পেরিয়ে গেছে, এরপরও কি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়েছে? শিক্ষার মান বেড়েছে? আমরা দেখেছি প্রতি বছর পাসের হার বেড়ে চলেছে। সেই হিসেবে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি আমরা। সম্রাট নেপোলিয়ন বলেছেন, "আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দিব।"

মায়েরা হচ্ছেন শিশুর আদর্শ শিক্ষক। একজন মায়ের অনুপ্রেরণায় একটি শিশু শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। আবার তারই অনুপ্রেরণায় শিশু ভিন্ন পথে পা দিতে পারে। আমাদের দেশ গ্রামপ্রধান দেশ, গ্রামে বাস করে অধিকাংশ কৃষক। যাদের কোন শিক্ষা নেই, নির্ভর করতে হয় অন্যের উপর। প্রয়োজনের তাগিদে নিজের সন্তানকে কাঁধে জোয়াল আর লাঙ্গল তুলে দিতে হয়। যে সময় তার স্কুলে থাকার কথা, সেই সময় সে মাঠে কাজ করে। এই চিত্র আমাদের দেশে এখনও বিরাজ করে। কিন্তু অনেক উন্নত দেশেই শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তাই আমাদের দেশেও কমপক্ষে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন সমস্ত বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা। ফলে শিক্ষক তার সম্মানী পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন এবং অধিকাংশ ভাল মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী এই পেশাকে সহজে গ্রহণ করবে। ভাল-ফলাফল কেবল ছাত্রের উপর নির্ভর করে না। বরং ছাত্র-শিক্ষক এবং গোটা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। দেশে নকল বা গণটোকাটুকি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে আমাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে। এ পর্যন্ত শিক্ষা সংস্কার নিয়ে যত কথা, বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। তার তুলনায় যদি এক তৃতীয়াংশও কাজ করা হতো তবে শিক্ষার রূপ হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত হতো। ফলাফল ভাল করলেই অনুদান বাড়িয়ে দেয়া হবে, একথা যেমন একদিকে ছাত্র-শিক্ষককে পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট করে, আবার অন্যদিকে পরিচালিত করতে পারে। আমরা সবাই অর্থনৈতিক দিকে কমবেশী দুর্বল। তাই অর্থটাই আদর্শের চেয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে পরীক্ষার হলে নকল হলেও শিক্ষকরা তাদের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে অনুদানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাই কার ছেলে-মেয়ে কি করল বা না করল তাতে কিছু আসে যায় না। বরং অর্থটা হাত ছাড়া হয়ে গেলে আর ফিরে আসবে না। এভাবেও নকল করাকে উৎসাহিত করা হয়। একদিকে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সেই সাথে ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি— দুই মিলে আরো ত্রুটিপূর্ণ হয় ছাত্রসমাজ, দেশ ও জাতি। তাই আমাদেরকে আরো সচেতন হতে হবে। পরীক্ষার কেন্দ্রে যাতে কেউ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে বরং তাদেরকে আদর্শ তরুণ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। শুধু তাই নয় ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন হতে হবে, তাদের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই আমরা চাই আমাদের ভবিষৎ সোনালী উষার মতো উজ্জ্বল আর ভোরের শিশিরের মতো স্নিগ্ধ হোক।

—মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ